তারিখঃ ৪.৪.২১ – ৫.৪.২১ ইং

**শায়েখঃ** আস সালামু আলাইকুম

**ফাহিম আলমঃ** وعليكم السلام ورحمة الله

**শায়েখঃ** আজকে খুব ঝড় তুফান হয়েছে। নেটে অনেকের সমস্যা হতে পারে। তাই বাকিরা আসার অপেক্ষায়

**মশিউর রহমান আকিলঃ** وعليكم السلام ورحمة الله

**মশিউল আলম সুজনঃ** ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারহমাতুল্লাহ।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** وعليكم السلام ورحمة الله

**শায়েখঃ** গতকাল নামের বিষয়ে বলার কথা ছিলো। একটি বিষয়ে ভুল বুঝা বুঝি হয়েছে। যার জন্য সেটা অফ ছিলো।

**মাহদি হাসানঃ** ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওবারাকাতু।

**শায়েখঃ** ফাহিমের ভাই কিছু ভুল করেছে আর সেটা আমাতুল্লাহ সবার দিকে ইঙ্গিত করে কিছু ভিন্ন এঙ্গেলে প্রশ্ন তুলে ধরেছিলো। সে সেটা সবার মধ্যেকার সংশয় মনে করেছিলো যদিও বিষয়টা ঐ রকম ছিলো না।

আপনারা সবাই আমার কাছে খুব আদরের, কেউ কাউকে ভুল বুঝতে যাবেন না, এখানে সবাই অর্ধেক ফেরেস্তা বৈশিষ্ট্যের। তারপরেও কেউ কোন ভুল করতে দেখলে একে অপরকে সহায়তা করবেন। যেন উদ্ধার হতে পারে।

এখানে যাদের এনেছি তাদের কেউ কারো থেকে নিজেকে বেশি প্রাধ্যান্য মনে করবেন না। এটাই বিনয়। কারো চেহারা দেখে, নাম শুনাম দেখে যদি নিতাম তাহলে যাদের দেখতেন তারা হয়তো বাহ্যত অনেক সুনামের ব্যক্তকেই দেখতেন।

আমি যাদের নিয়েছি সবার থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখার পরেই নিয়েছি। আপনারা আকাশের সূর্যের সাত রং এর রংধনুর মতই। প্রতিটি রং হয়ত ভিন্ন কিন্তু প্রত্যেকেই সুর্যের সাথে নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন রুপে ঐক্যবদ্ধ।

সমাজ ও সংঘ পর্ব যাওয়ার পরেই কিছু বলবো এখনও অনেক কিছুই বাকি আছে। অবয়বহীন অদৃশ্যমান অস্তিত্বের পাঠ ই শেষ হয় নি এখনো।

সবে তো শুরু। চোখের পর্দা এতটা ক্লিয়ার হওয়া যাবে যতটা ক্লিয়ার হলে পাপাত্মা ও নেক আত্মাকে চিনতে কারো বেশি কষ্ট হবে না ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখতে হবে এই জগতে যে যত ইলম নিয়েছে সে এক দিকে খুবই সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান অপর দিকে খুবই দুঃখি।

**শায়েখঃ** বাইবেলে উপদেশক গ্রন্থে আছে,

1 এগুলি হল, উপদেশকের কথা যিনি ছিলেন দায়ূদের পুত্র এবং জেরুশালেমের রাজা|

2 সবই এত অর্থহীন! তাই উপদেশকের মতে সবই অসার, সবই সময়ের অপচয!

3 মানুষ সূর্য়ের নীচে য়ে কঠিন পরিশ্রম করে সে কি তার কোন ফল পায়? না!

4 বংশপরম্পরা পর্য়ায়এমে আসে এবং যায়| কিন্তু পৃথিবী চিরন্তণ|

5 সূর্য় ওঠে আবার অস্ত যায়| তারপর দ্রুত ফিরে যায় সেই একই জায়গায় য়েখান থেকে আবার সূর্য় ওঠে|

6 বাতাস দক্ষিণে বয় এবং উত্তরেও বয়| বাতাস চারিদিক ঘুরে ঘুরে আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে যায়|

7 সব নদী বার বার একই দিকে বয়ে চলে| সমস্ত নদীই সমুদ্রে গিয়ে মেশে কিন্তু সমুদ্র কখনও পূর্ণ হয় না|

8 সব কথাই ক্লান্তিকর| কিন্তু তবুও লোকে কথা বলে| আমরা সব সময়ই কথা শুনি কিন্তু তাতে আমরা সন্তুষ্ট হই না| আবার সব সময় আমরা য়ে সব জিনিস দেখি তাতেও আমাদের মন ভরে না|

9 সব জিনিসই সৃষ্টির সময় য়েমন ছিল সে রকমই থেকে যায়| যা আগে করা হয়েছে তাই আবার পরেও করা হবে| সূর্য়ের নীচে কোন কিছুই নতুন নয়|

10 এমন কোন কিছু নেই যাকে কোন ব্যক্তি নতুন বলতে পারে! য়ে জিনিসকে মানুষ নতুন বলবে তা আমাদের জন্মের আগে থেকেই বর্তমান|

11 যা অনেক আগে ঘটে গেছে সে ঘটনা লোকে মনে রাখে না| এখন যা ঘটছে ভবিষ্যতে তা লোকে ভুলে যাবে| পরবর্তী প্রজন্ম মনেও রাখবে না আগেকার লোক তাদের জন্য কি করে গেছে|

12 আমি উপদেশক, আমি ছিলাম জেরুশালেমের অন্তর্গত ইস্রায়েলের রাজা|

13 সূর্য়ের নীচে যা কিছু ঘটে তাকে আমি প্রজ্ঞা দ্বারা জানতে চেয়েছিলাম| আমি জানতে পেরেছিলাম য়ে ঈশ্বর লোকদের যা করতে দেন তা খুবই কঠিন ও কষ্টকর|

14/ আমি দেখেছিলাম সূর্য়ের নীচে যা কিছু করা হয় তা সবই অসার, সময়ের অপচয় মাত্র| এ য়েন অনেকটা হাওয়ার পেছনে ছোটা|

15/ যা কিছু বাঁকা তাকে পালেট সোজা করা সম্ভব নয়| যা নেই তাকে সরবরাহ করা যায় না|

16/ আমি নিজেকে বলেছিলাম, “জেরুশালেমে আমার পূর্বে য়েসব ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের সকলের চেয়েও আমি বেশী প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হয়েছি| আমি সত্যিই জানি প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অর্থ কি!”

17/ আমি জানতে চেয়েছিলাম জ্ঞান ও বিদ্যা কি ভাবে অজ্ঞানতার চেয়ে ভালো| কিন্তু আমি জেনেছিলাম য়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা মানে শুধুই হাওযার পিছনে ছোটা|

18/ জ্ঞানের সঙ্গে আসে হতাশা| য়ে মানুষ যত বেশী জ্ঞান লাভ করে সে তত বেশী দুঃখ পায়

**শায়েখঃ** পড়া হলে বলবেন সবাই

**আবু আমাতুল্লাহঃ** পড়েছি।

**ফাহিম আলমঃ** পড়েছি।

**মাহদি হাসানঃ** পড়েছি।

**মশিউল আলম সুজনঃ** পড়েছি।

**মাহদি হাসানঃ** কিন্তু বানান এমন কেন? বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** আমার কাছে যে অনুবাদ আছে সেটা দিবো?

**শায়েখঃ** পিতৃ সাজারাহ, পিতৃ ও পুত্র ঋণ, কাল চক্র, সময়ের উত্থান পত্তন, কর্মের উত্থান পত্তন, তৃ মন্ডল তত্ব, বিশেষ জ্ঞান সূর্যের নিচে অবস্থান কারি সব কিছুই আছে এই উপদেশে।

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ আমার কাছে যে অনুবাদ আছে সেটা দিবো?

দিতে পারেন

**আবু আমাতুল্লাহঃ** উপদেশক বলেনঃ সংসারে সবই দুর্বোধ্য, সব কিছুই হেঁয়ালি। সারাটি জীবন ধরে এত পরিশ্রম করে এ সংসারে কি পেলে তুমি? প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসে, আবার চলেও যায়, কিন্তু জগত-সংসার যেমন ছিল তেমনই রয়ে যায়। সূর্য উদিত হয়, চলে যায় অস্তাচলে, আবার ফিরে আসে উদয়ের পথে। আপন প্রবাহ পথে বায়ু বয় উত্তর-দক্ষিণে, ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে আবার আপন আবর্তে। নদী অবিরল ঢালে বারিধারা সাগরের বুকে, তবু তো সাগর হয় না পূর্ণ, আবার নদী ফেরে আপন উৎসমুখে। দেখে দেখে তবু নয়ন হয়নি ক্লান্ত, শত উপদেশেও শ্রবণ হয়নি শ্রান্ত। ভাষায় বোঝান যায় না এই গতানুগতিক ধারা। সংসারে যা ঘটেছিল, তা ঘটবে আবার, যা করা হয়েছিল, তা করবে পুনর্বার। এ বিশ্ব সংসারে, নতুন কিছুই নেই, সব পুরাতনই ফিরবে বারংবার। যদি বল, দেখ দেখ এ এক নতুন ব্যাপার! আমি বলব, ভুল, এ সবই ভুল। আদিকাল, থেকে ঘটছে এ সবই, নতুন কিছুই নেই। কেউ মনে রাখে না অতীতের স্মৃতি, রাখবে না মনে আগামীদিনের ঘটনাও, কোন কিছুই কাটবে না দাগ মানুষের মনে।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** আমি, উপদেশক, রাজধানী জেরুশালেম থেকে ইসরায়েলীদের উপর রাজত্ব করেছি। আমি সঙ্কল্প করেছিলাম, এ জগত-সংসারে যা কিছু ঘটে, সে সবের নিগূঢ় তত্ত্ব বহু অনুসন্ধানে আমি হব অবগত প্রজ্ঞার আলোকে। এ জগতের সব ঘটনাই আমি দেখেছি, বুঝেছি, সবই দুর্বোধ্য, সবই হেঁয়ালি। কোঁকড়া চুল কি সোজা করা যায়? যা নেই তা কি কখনও গোণা যায়? মনে মনে ভাবলাম, মহাজ্ঞান আমি করেছি অর্জন। জেরুশালেমে আমার পূর্বসূরী যারা, তাঁদের চেয়েও আমি বিজ্ঞ; লাভ করেছি আমি পূর্ণ প্রজ্ঞা, পেয়েছি বহু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। আমি বোঝবার চেষ্টা করলাম, জ্ঞান ও অজ্ঞতায়, প্রজ্ঞা ও মূর্খতায় প্রভেদ কোথায়? আমি উপলব্ধি করলাম, বুঝলাম সবই দুর্বোধ্য, সব হেঁয়ালি, এ যেন আলেয়ার পিছনে ছোটা। জ্ঞানের বাহুল্যে দুঃখ বাড়ে প্রজ্ঞার আধিক্য আনে উদ্বেগের বিষম জ্বালা।

**শায়েখঃ** কত চমৎকার এক মাহা জ্ঞানী নবি সুলেমান

তার এই ইলম ছিলো আগে বলেছিলাম মনে আছে? আমাতুল্লাহ?

**আবু আমাতুল্লাহঃ** জি মনে আছে।

**শায়েখঃ** এই নবির বংশ থেকেই কর্ম চক্র অনুসারে আরো এক রাজা আসার কথা, যিনি সেইম বিদ্যা তার থেকেও পারদর্শী আমি প্রায় সময় বলে থাকি যেন কোরআন কে বেশি করে আয়ত্ব করতে। কারণ কোরআন ছাড়া বাকি যেই জাগতিক শাস্ত্রের কথা বলি একেবারে পিউর কোন গ্রন্থই নেই

হাদিসের গোলকধাঁধা পড়ে কেউ বাস্তবেই সত্য পেতে পারবে না। যদি কোরআন কে না বুঝে কোরআন ই হলো নির্ভুল। সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী।

সবার পক্ষেই হাদিসের দলিল আছে তাই এত ফিরকা এত দল এত মত। সবার বয়ান শুনলেই তাদের টাই ঠিক মনে হয়। তাই ইমন এক ইলম আপনাদের দিচ্ছি যা অকাট্য। কোন সন্দেহ সংশয় থাকার সুযোগ নেই।

যেমন আকাশের সূর্যের বাস্তবতা অকাট্য সন্দেহ কারী বদ্ধপাগল। সহজ রাস্তায় পথ দেখাবে সেই বিদ্যা। মুলত জগতের সকল কিছুর সমষ্টি ঐ বিদ্যা। হোক কাল, কর্ম, প্রকৃতি, বস্তু, ঘটনা সব জগতে সবাই আমার মত স্মৃতি শক্তি ও সৌভাগ্য এবং উপলব্ধি শক্তি নিয়ে জন্মায় না।

তাই সবার পক্ষে সম্ভব না সত্যকে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে খুঁজে বের করা। কেউ আমাকে জানে না তবে আমি সবাইকেই বুঝি। সবার জন্য এই বিদ্যা নয়। কেবল আমার কাছে যাকে ভাল মনে করেছি তাকেই দিচ্ছি।

তার পর কি হবে? দুঃখি??

আমার মত জ্বালা পুহাতে হবে না?

প্রত্যেকেই তার নিজের কাজ বুঝে যাবে এখন আপনারাই আপনাদের চিনেন না।

নওশাদ কি আছে?

গতকালকের নাম অংশ থেকে

**আবু আমাতুল্লাহঃ** না উনি সীন করছেন না।

**শায়েখঃ** এখানে সবার নামের মধ্যে মিম আছে নাওশাদ ছাড়া।

**ফাহিম আলমঃ** নওশাদ এর নামেও মিম আছে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ নওশাদ এর নামেও মিম আছে

হা

**শায়েখঃ** তবে এখানে সেই নাম নেই

**ফাহিম আলমঃ** হা

**শায়েখঃ** তার উল্টা হলো মেহদী হাসান। তার নামে মিম এখানে আছে।

কিন্তু যতটুকু জানি রিয়েল নাম রাকিবুল হাসান মানে মিম নাই।

**মাহদি হাসানঃ**

শায়েখঃ কিন্তু যতটুকু জানি রিয়েল নাম রাকিবুল হাসান মানে মিম নাই

মোঃ রাকিব হাসান

**শায়েখঃ** আর নাওশাদ রংধনুকে আমার আমার নিকটের রং টি

**শায়েখঃ**

মাহদি হাসানঃ মোঃ রাকিব হাসান।

মো: নাম টি মুল নাম না।

**শায়েখঃ** এটা বাংলাদেশীরা করে ভুলে।

**মাহদি হাসানঃ**

মোঃ রাকিব হাসান।

খাতাকলমে সব জায়গায়। মেহদি এটাও রাখা নাম। কিন্তু কেই ডাকে না।

**শায়েখঃ** নওশাদের নাম কামরুল সম্ভবত।

**মাহদি হাসানঃ** তারপরেও খুশি। রাকিব নামের অর্থ সাথে কাজে কর্মে মিল আছে।

**শায়েখঃ** নাওশাদ ও রাকিব দুজনেরই দুজনের জুটি। ফাহিম ও মাহির। মসিউল ও মশিউর।

ফাহিম এখানের নাম মাহির এখানের নাম।

**শায়েখঃ** দুজনের নামে তিনটি বর্ণ। একে অপরের উল্টা। এক জনের টা শুরুতে মিম অপর জনের টা শেষে। মাহির বয়সে সবার ছোট তবে ফাহিম স্বভাবে সবার থেকে ছোট।

মাহির ও ফাহিম একে অপরের বিপরীত দিক থেকে জুটি

যদিও ফাহিমের আরেক নাম মনু

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ যদিও ফাহিমের আরেক নাম মনু

এটাতো আমার ছোটভাই আমার নাম দিছে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ এটাতো আমার ছোটভাই আমার নাম দিছে

হা

**শায়েখঃ** মনু হলো মনা থেকে মানে শিশু। মনুহ হলো মানুষ।

**ফাহিম আলমঃ** কিভাবে সব মিলে যাচ্ছে!!!!

**শায়েখঃ** পুরানিক মনুহ ও ২য় নুহ একই।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** মনের উন্মেষ।

**শায়েখঃ** ফাহিম বুদ্ধি, স্বভাবে শিশু। কিন্তু মাহির বুদ্ধি ও স্বভাবে সবার সবার বড়।

বাকি আছে আমাতুল্লাহ। নিজ নাম এটা না। এই আইডিতেই ২য় বর্ণ মিম। এখানের এই ক্লাশে দুইজনেরই দুইটা আইডি। দুজনের আইডির ধরণ একই। আহমেদ ও মুসয়াব। মুসয়াবের অপর আইডিরও শুরুতে মিম। আমাতুল্লাহর আইডিতে ২য় বর্ণে মিম। আমাতুল্লাহর অপর আইডিই আহমাদ নামে।

মশিউল ও আমাতুল্লাহ অঙ্গ জুটি পূর্ণ না। রংধনুর এক রং তাই সবার কাছেই ভিন্ন।

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

শায়েখঃ মনের উন্মেষ।

মশিউল ও আমাতুল্লাহ অঙ্গ জুটি

মশিউল রহমান নাকি মশিউল আলম?

**শায়েখঃ** আমাতুল্লাহ আমার স্বরুপ জানে সেটা তার সাথে আলাদা অধ্যায়।

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ মশিউল রহমান নাকি মশিউল আলম?

আলম

**শায়েখঃ** তারা দুজনেই মুল জুটি।

আমাতুল্লাহ ভিন্ন বিদ্যায় জানে সেটা। এটা তার জন্য ২য় বিদ্যা বা পথ। বলেছিলাম আমার কাছে বহু পথ আছে। এখানে যা দিচ্ছি তা একটা। তার মানে আমাতুল্লাহ নিজেই নিজের দ্বিত্ব। তার আরেক জোটিকে সে চিনে একই পরিচয় মনে হবে দিলে, দুইজনেই ভিন্ন। সেও এই ক্লাশে থাকতো যদি আমি চাইতাম, যেহেতু সংখ্যাটি নির্ধারিত।

তাই আমাতুল্লাহ নিজেই দিত্ব তবে তার সাথে অঙ্গ জোটি মশিউল আলম। কারণ মশিউল আমার স্বরুপ সচক্ষে দেখেছে। যা আমাতুল্লাহ কেবল বিদ্যা দিয়ে দেখেছে।

ফাহিম কেবল স্বপ্নে দেখেছে। তাও মুল বিষয় বিস্তারিত না। আমি আজকে যা বললাম তা কেমন বিচিত্র হয়ে গেলো না? জগতের সব কিছুই বাহ্যিক ও গোপনীয় দুইটা দিক থাকে।

**ফাহিম আলমঃ** একদম

**শায়েখঃ** এটা আপনারা বা আমি মিলিয়ে দেই নি। স্বয়ং জগত স্রষ্টার কর্ম না হলে এতটা মিল হতো না।

**ফাহিম আলমঃ** سبحان الله

**শায়েখঃ** এটা তো একটা পরিচয় দিলাম আপনাদের। এরকম আরো পরিচয় আছে যার ধারে কাছেও এখনো আপনারা যান নি।

কেবল নাম পর্ব সমাপ্ত করলাম। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে করার অনুমতি আছে

**ফাহিম আলমঃ** ওস্তাদ, এভাবে জগতের প্রতিটি বস্তুই কানেক্টেড???

**শায়েখঃ** সব কিছুই

**ফাহিম আলমঃ** الله اكبر

**শায়েখঃ** একে অপরের সাথে একটা সিস্টেমে আবদ্ধ।

**ফাহিম আলমঃ** আমরা সাতজন মিলে কি তাহলে একটা মন্ডল?

**শায়েখঃ** হা। আলো পরিবারের শর্তে কি হয় মনে আছে?

**ফাহিম আলমঃ** পুত্র

**শায়েখঃ** একটি বিষয় গতকাল আচ করেছিলাম। তবে সেটা এখন ক্লিয়ার হলাম আমাতুল্লাহ নিজে একা তাই সে নিজের মধ্যেই দিত্ব।

তবে তার দিত্ব সে এই গ্রুপের অন্যদের যে কাউকে নিয়ে অঙ্গ জোটি হতে পারে। কেবল মশিউল আলমের সাথেই না, অন্যদের সাথেও ।

আর কি কারো কোন প্রশ্ন আছে?

**ফাহিম আলমঃ** আকিল ভাইয়ের ব্যাপারটা একটু জানতে চাই?

**শায়েখঃ** আকিল আর মশিউর একই আইডি। সে আর মশিউল আলম জোটি। মশিউর রহমান আকিল ও মশিউল আলম সুজন। দুজনেরই ৩য় নাম তিন বর্ণে।

তাহলে আজকের মত রাখছি।

**ফাহিম আলমঃ** السلام عليكم

**মশিউল আলম সুজনঃ** আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ।

**শায়েখঃ** আস সালামু আলাইকুম

**ফাহিম আলমঃ** وعليكم السلام ورحمة الله

**মাহদি হাসানঃ** ওয়ালাইকুম আসসালাম

**আবু আমাতুল্লাহঃ** وعليكم السلام ورحمة الله